দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 01 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

14

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহ থেকে ১৯৮৩ সালের (যা ১৯৮৮ তে অনুষ্ঠিত) অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তির বিড়ম্বনার শিকার। বিগত বছরগুলোতে এ সমস্ত কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হত; কিন্তু এ বছরই কলেজে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী খোলার নামে ভর্তি করতে নারাজ এবং শুধুমাত্র এক বছর, হয়েছে স্নাতকোত্তর শ্রেণী চালু হয়েছে, এমন কলেজসমূহের ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ মনোভাব থেকে বোঝা যায় যে, কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী চালুর দু' বৎসর পূর্ণ হলেই ঐ কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়ন ও বিবিধ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

একটা জাতির প্রকৃত মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে গণ্য করা হয় অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জানা সত্বেও অনুপযুক্ত আওতায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নে বাধ্য করার মনোভাব সচেতন বিবেককে নাড়া না দিয়ে পারে না। যেখানে অনার্স পড়ার কোন উপযুক্ত অবস্থা নেই সেখানে কিভাবে স্নাতকোত্তর শ্রেণী অধ্যয়ন করে?

তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন এই যে,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সকল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হোক।

—দুলাল চন্দ্র মজুমদার,
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ,
বি, এম কলেজ, বরিশাল)।
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪